সংবাদ পরিষেবা

সেপ্টেম্বর ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

মধু বোস লেন

২১/১৮

নরওয়ে রাজধানী অসলোতে একটা কাণ্ড ঘটবে। এই কাণ্ডটা মৌমাছিকে নিয়ে। ওইখানে ফসল বাড়াতে, পরাগমিলন জোরদার করতে মৌমাছির যাওয়া-আসার রাস্তায় সারি সারি ফুল, ফলের গাছ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে তারা ওইখানে থাকতে পারে, পরাগমিলন করতে পারে। এই রাস্তাটা শহরে। রাস্তাটার নাম বি-হাইওয়ে। এই কাজের উদ্যোগটা বাইবি বলে একটা সংগঠনের। আর টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করছে সরকারি নানা সংস্থা, নানা কোম্পানি ও সাধারণ নরওয়েবাসী।

কুকুর হইতে সাবধান

২১/১৯

চোরা শিকার ঠেকাতে এবার গোয়েন্দা কুকুর বাড়ানো হচ্ছে। ১৪টা কুকুর কে এইজন্য চোর ধরা শেখানো হচ্ছে। চোর ধরা বলতে মেরে ফেলে পাচার করার জন্তু জানোয়ারের হাড়গোড়-চামড়ার গন্ধ পেতে শেখানো। এইবার শেখানো হবে বাঘ ও চিতার হাড়-চামড়া, হাতির দাঁত বা ভালুকের পিত্ত-র গন্ধ কেমন। কুকুরকে এইসব শেখাবে বন্যপ্রাণ প্রযত্ন সমন্বয় ট্রাফিক, মধ্যপ্রদেশ পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। কয়েক বছরের ভিতর এই কুকুরের সংখ্যা নাকি আরো বাড়বে। প্রতিরাজ্যে রাখা হবে চারটে থেকে পাঁচটা।

বামন স্যামন

২১/২০

জলবায়ু বদলের ফলে গোলাপি স্যামন মাছের বেশ বিপদ হয়েছে। এই মাছগুলোএকদম বাড়ছে না। ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই মাছটা মিষ্টি জলে বড় হয়ে তারপর সমুদ্রের নোনা জলে যায়। কিন্তু এখন জলবায়ুর কারণে মিষ্টি জলের টক টক ভাব বাড়ছে। তার ফলেই এই বিপত্তি। আবার আর একটা ব্যাপার আছে। স্যামন মাছের মিথুন চলে গন্ধ দেওয়া-নেওয়া করে। কিন্তু জলের টক টক ভাবে এই গন্ধ দেওয়া-নেওয়ার শক্তিও মাছটা অনেকটা হারিয়েছে। একটা চলতি গবেষণা থেকে এইসব খবর পেলাম।

কেমন লাগছে ?

২১/২১

অস্ট্রেলিয়া আদালত আদানি কারমাইকেলের খনি বন্ধ করে দিল। আদালত বলেছে গতবার সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের খনি করার অনুমতিতে ওইখানকার দুটো বিপন্ন সরীসৃপের দিকে নজর দেওয়ার কথা ছিল না। এই সরীসৃপ দুটো হল য়াক্কা সিংক আর একটা সাপ। য়াক্কা সিঙ্ক অনেকটা আমাদের গিরগিটির মতো। আদালতের এই রায়টা আসলে ম্যাকে কনজার্ভেশন নামের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দায়ের করা মামলা থেকে। দুটো হল য়াক্কা সিঙ্ক আর একটা সাপ। য়াক্কা সিঙ্ক অনেকটা আমাদের গিরগিটির মতো। আদালতের এই রায়টা আসলে নামের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দায়ের করা মামলা থেকে।

SUNদার

২১/২২

সূর্যের আলো থেকে শক্তি নিয়ে পাঁচ দিন ধরে একটা বিমান চালানো হল। জঙ্গল থেকে ছেড়ে পাঁচ দিন পর বিমানটা নামল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। এই বিমানটার ডানায় ১৭০০০ সৌরকোষ ছিল। এই কোষ গুলি দিয়ে বিমানটা দিনের বেলায় শক্তি জমা করে রাতে এই শক্তিতে উড়ত। এই বিমাটটার ক্যাপ্টেন ছিল আন্দ্রে বরশরার্গ।

Jack & Zeal

২১/২৩

কাঁঠাল থেকে অনেক কিছু বানিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এর ভেতর আটা, রুটি, কেক,বিস্কুট, নুডলস, জ্যাম, জেলি সব কিছুই আছে। নুডলস বানানো হচ্ছে কাঁচা কাঁঠালের কোয়া থেকে লেই করে। আটা, রুটি, বিস্কুট, কেক বানানো হচ্ছে কাঁঠাল বিচি গুঁড়ো করে। এইসব জিনিস রঙিন প্যাকেটে বাজারে এসে গেছে। এই কাজটা হচ্ছে কেরল,কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রে। আটার জন্য sspngo@g mail.com. কেক-বিস্কুটের জন্য spogale@g mail.com আর জ্যাম-জেলির জন্য ৯০২০৫৫৬৬১২৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ঝাঁটা চাই ঝাঁটা...

২১/২৪

ঝাঁটা বিক্রি করে দু পয়সা লাভ হচ্ছে। এইরকম হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে। ওখানে মহালক্ষ্মী স্বাস্থ্য সমূহ আজিবিকো বলে মেয়েদের একটা সংগঠন আছে। ঝাঁটা তারাই বানাচ্ছে আর বিক্রি করছে। ঝাঁটাগুলো বানানো হচ্ছে খেজুর পাতা থেকে। এই কাজের জন্য ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন থেকে তাঁরা ২৫ হাজার টাকা ধার করেছে। এদের ঝাঁটা বিক্রি করার নিজেদের দোকান নেই। মেলায়-প্রদর্শনীতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। সেইটা করেও গড়ে এক একটা মেলায় ৩০ হাজার করে বিক্রি হয়।

কম্পোস্ট বানাবেন নাকি

২১/২৫

রান্নাঘরের জঞ্জাল দিয়ে কম্পোস্ট সার বানানোর জন্য একটা পাত্র দিল্লির বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এই পাত্র চার ধরনের পাওয়া যাচ্ছে। মাটি দিয়ে তৈরি পাত্রগুলি। যে কোম্পানিটা এইগুলো তৈরি করছে তার নাম ডেলি ডাম্প। পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বাগান করার সরঞ্জাম দস্তানা, ছোট মই, নিমগুঁড়ো ইত্যাদিও বিক্রি করছে।

শক্তি আরাধনা

২১/২৬

কয়লা, তেল আর গ্যাসে আন্তর্জাতিক বাজারে ভরতুকির পরিমাণ বছরে ৫.৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এই হিসেবটা ২০১৪-র। এই হিসেবের ভেতর পরিবেশ দূষণের ক্ষতি ও দূষণে মৃত্যুর খতিয়ানও আছে। হিসেবটা বানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মানিটরি ফান্ড। সমাজকর্মী-পরিবেশ কর্মী আর অধিকার-অগ্রণীরা বলছেন, জ্বালানিতে এই ভরতুকি না দিয়ে সেই টাকা অন্য নানা জরুরি পরিষেবায় লাগালে কত ভালো হত।

সং গ্রাম

২১/২৭

গ্রামে চাষবাসের কাজের জন্য অনেক কিছু দেশের চারদিকে আবিষ্কার হচ্ছে। এই আবিষ্কার করেছে চাষিরা। এইভাবে তারা স্বীকৃতিও পাচ্ছে। স্বীকৃতিটা দিচ্ছে ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশন।

কর্ণাটকের আব্দুল কাদর নাড়াকাট্টিন জমিতে বীজ, সার ছড়ানোর মেশিন বানিয়েছে। এই যন্ত্র দিয়ে নানা বীজ সেই সেই বীজের মতো করে জমিতে বোনা যাবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সার ছড়ানো, কিংবা কাদা ও ঘাস ঠিক করার কাজও করা যাবে। এইরকমভাবে কাদর আখ পোঁতার যন্ত্রও বের করেছে। আখের যন্ত্রটা বানানোর পেছনে মহারাষ্ট্রের কৃষকদের অনুরোধ আছে।
আবার কর্নাটকের আন্নাসাহেব বাবু উড়াগাভে এমন এক যন্ত্র বানিয়েছে যা দিয়ে বিন্দু বা ঝারি সেচ করে একর প্রতি জমি ৯০ মিনিটে ভেজানো যাবে। এই যন্ত্রটার চাষিরা নাম দিয়েছে রেন গান।

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মহারাষ্ট্রের পান্ধারিনাথ সারজেরাও এর পেঁয়াজ বোনার যন্ত্র দিয়ে একসাথে, বোনা-সার দেওয়া-সেচ নালা বানানো এমন তিনটে কাজ করা যাবে। এইরকম অনেক আবিষ্কার সারা দেশে সাড়া ফেলেছে। আমরা তার থেকে খালি তিনটে বললাম।

চিন কমাবে

২১/২৮

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হচ্ছে চিনে। ২০৩০-এর পর থেকে চিন এই গ্যাস কমিয়ে আনবে বলেছে। কমিয়ে এর মাত্রা হবে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬০-৬৫ শতাংশ। এছাড়া জিএচজি কমানোর আরো কিছু কৌশল তারা নেবে বলে ঠিক করেছে। এইসব ঠিক হয়েছে এই বছরের পারি সম্মেলনে।

শেখার মতো

২১/২৯

জার্মানি আর একটা পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দিল। এই চুল্লিটা বাভেরিয়ায়। জার্মানিতে সব মিলে ছিল ১৭টা চুল্লি। তার ভেতর সব মিলে বন্ধ হল ৯টি। জার্মানি ঠিক করেছে ২০২২-এর ভেতর সব চুল্লি বন্ধ করে দেবে।

আরে, বেজি মারছেন কেন ?

২১/৩০

বেজি মারতে না করলেও বেজি মেরে তুলি বানানো হচ্ছে। বেজি না মারা নিয়ে আইন আছে, আন্তর্জাতিক চুক্তি আছে। এই সবের বাইরে লুকিয়ে বেজি মারা হচ্ছে। ২০০২ সালে ভারতে একটা হিসেব নেওয়া হয়েছিল। সেই হিসেবে আছে যে,বছরে ভারতে ৫০,০০০-এর মতো বেজি মারা হয়। তবে বেজি মেরে তার থেকে খালি তুলি হয় না, বেজির চামড়াও বিক্রি হয়। কিন্তু বেজি বেঁচে থাকলে চাষেরই সুবিধে। বেজি চাষের জমি থেকে অনেক পোকা তাড়াতে পারে। আমরা এদিকে কথা বলেই যাচ্ছি, আর ওইদিকে একের পর এক বেজি মারা-ই হচ্ছে।

থানকুনি কড়চা

২১/৩১

থানকুনি পাতা শাক, তরকারি, চাটনি, চা, শরবত নানাভাবে খাওয়া যায়। কিন্তু এই পাতার রস খেলে বয়সেও মস্তিষ্ক ভালো থাকে, একাগ্রতা বাড়ে। এই পাতার রস জড়বুদ্ধি শিশুর আচরণ বদলাতে পারে। বিজ্ঞানী আর এইচ সিং আর এক্সপেরিমেন্টাল জেরোন্টোলজির এম সুবথ্র গবেষণা করে এইসব পেয়েছে।

তৈলচিত্র

২১/৩২

তেল কোম্পানিকে সুমেরুতে গিয়ে তেল তোলার অনুমতি দিল মার্কিন সরকার। এই তেল কোম্পানিটা নেদারল্যান্ডের। ওইখানে চুখি বলে একটা সাগর আছে। এই সাগরটা সুমেরু উপকূলের আলাস্কা থেকে ১১৩ কিলোমিটার ভেতরে। এই নিয়ে পরিবেশ-ব্রতীরা ওবামা সরকার কে বলছে যে, এইরকম করবেন না, করলে মেরুপ্রদেশের ক্ষতি হবে, মেরুপ্রদেশের ক্ষতি হলে পরিবেশেরও বিপদ হবে।

অখিল বার্তা

২১/৩৩

উত্তরপ্রদেশে আইন বানিয়ে ভূজল বাঁচানোর কাজ শুরু হচ্ছে। এই আইনটায় বলা হয়েছে, প্রতি বাড়িতে ছাদে বৃষ্টির জল রাখার ব্যবস্থা না থাকলে সরকার থেকে সেই বাড়ির জলের লাইন পাওয়া যাবেনা। আগামী বর্ষাতেই এই আইনটাকে কাজে লাগানো শুরু করবে বলে সরকার ভেবেছে। এই উদ্যোগের উপকারিতা বোঝাতে স্কুলের বইতে একটা অধ্যায় রাখার জন্যও সরকার নির্দেশ দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ফি বছর ১ মিটার করে জল নামছে। আইনের কড়াকড়ি এই কারণে তৈরি হচ্ছে।

হায়দরা বাদ

২১/৩৪

হায়দারাদে সপ্তাহে একদিন কেউ নিজের গাড়ি চড়ছে না। একটা দিন কার-ফ্রি করা হচ্ছে। এইটা হচ্ছে হায়দাবাদে যেখানে সফটওয়্যার কারখানাগুলো আছে সেইখানে। ওই দিন কাজের জায়গায় যাওয়ার জন্য বেশি বাস, লেডিজ স্পেশাল ও পুল কার দেওয়া হচ্ছে। এই কাজটার উদ্যোগে হায়দারাবাদ সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন ও হায়দারাবাদ ট্রাফিক পুলিশ যৌথভাবে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

হরে কৃষ্ণ !

ত্রিপুরার বোষ্টমি কচ্ছপ আবার ত্রিপুরায় ফিরে এসেছে। এই কচ্ছপটা ছিল ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পাশের হ্রদের মতো জলাশয় কল্যাণ সাগরে। এই সাগরটার চারপাশ সরকার এর ভেতর সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। ফলে বোষ্টমি কচ্ছপ মরতে শুরু করে।

পরিবেশ-ব্রতী ও কল্যাণ-মঞ্চগুলি এই কাজটার বিরোধিতা করল। কিন্তু সরকার কান দিল না। এরপর ত্রিপুরা শীর্ষ আদালতে এই নিয়ে একটা জনস্বার্থ নালিশ হয়। সেই নালিশের রায় থেকেই ভাঙা শুরু হয় সিমেন্টের পার আর বোষ্টমি কচ্ছপ বাড়তে শুরু করে।

ন তু ন | ব ই

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু